মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৪২৯১

পর্ব ২১: খাদ্য (كتاب الأطعمة)

পরিচ্ছেদঃ ৪. প্রথম অনুচ্ছেদ - নাক্বী‘ ও নবীয সম্পর্কীয় বর্ণনা

بَابُ النَّقِيعِ وَالْأَنْبِذَةِ

আরবী

وَعَن بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ فَإِنَّ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» . وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ إِلَّا فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

বাংলা

৪২৯১-[৬] বুরয়দাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি তোমাদেরকে কয়েক প্রকারের পাত্রের ব্যবহার নিষেধ করেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে কোন পাত্র হারাম বস্তুকে হালালে এবং হালাল বস্তুকে হারামে পরিণত করতে পারে না। অবশ্য নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক জিনিসই হারাম। অন্য এক বর্ণনার মধ্যে আছে, আমি তোমাদেরকে চামড়ার মশক ছাড়া অন্যান্য পাত্রে পানীয় প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা প্রত্যেক প্রকারের পাত্রে পান করতে পার। তবে নেশা সৃষ্টিকারী কোন জিনিসই পান করবে না। (মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : মুসলিম (৯৭৭)-৬৩, ৬৪; নাসায়ী ৫৫৯০, আবূ দাঊদ ৩৬৯৮, তিরমিযী ১৮৬৯, মুওয়াত্ত্বা ১৭৬৭, মুসনাদে আহমাদ ২৪৭৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪০৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৭৪০, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৩৭৪৭, মা‘রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫৪৮৯, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৯৫১, সহীহুল জামি‘ ৮৭১১।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যাঃ ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ দুব্বা, হানতাম, মুযাফফাত, নাক্বীর- এগুলো ইসলামের প্রথমদিকে হারাম ছিল, কারণ এগুলোতে নবীয প্রস্তুত করলে খুব তাড়াতাড়ি মদে পরিণত হয়; এ আশঙ্কায় ব্যবহার হারাম

করা হয়। পরে সময় দীর্ঘ হলে এবং নেশা স্পষ্ট হারাম হওয়ায় পাত্রগুলো ব্যবহারের নিষিদ্ধ রহিত হয় আর প্রত্যেক পাত্রে নবীয তৈরির অনুমোদন হয়; তবে শর্ত হলো মদ যেন পান না করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ বুরায়দাহ ইবনু হুসাইব আল-আসলামী (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=75014

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন